মুজিবনগরের যতারপুরে অ্যাড. কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামে বিএনপির গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসংযোগে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান গ্রামের সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আসাদুল হক কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে এলাকাবাসীর ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট নেতারা।

মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ, মিছিল ও গণসংযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, গণসংযোগ ও মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর হাসপাতাল বাজারের সামনে থেকে

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি মুজিবনগর বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেদারগঞ্জ বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় গণসংযোগের পাশাপাশি সর্বসাধারণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়। লিফলেট বিতরণ, মিছিল ও গণসংযোগে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপি দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে লড়াই-সংগ্রাম করে আসছে। আমাদের নেতাকর্মীরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এখন এমন একটি নির্বাচন দিতে হবে, যেখানে প্রশাসন দলীয়করণমুক্ত থাকবে এবং কোনোভাবেই নির্বাচন প্রভাবিত হবে না।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে নবনির্মিত মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে এক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ট্যান্ডটির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, গাংনী উপশাখার সভাপতি মনি, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক এরশাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সবুজ, কল্যাণ সম্পাদক রেজাউল, প্রচার সম্পাদক সেন্টু, শ্রমিক নেতা রাসেল, শরিফুল, কামাল, পলাশ, রনি প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আমঝুপি এলাকায় মাইক্রোস্ট্যান্ড চালুর ফলে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, এ উদ্যোগ স্থানীয় চালক ও শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে মাইক্রোস্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুরের বারাদী মাদিনাতুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসায় সুধী সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী মাদিনাতুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসায় এলাকার গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাদী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মাদ্রাসায় আগামী ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য ৪৩তম ওয়াজ মাহফিল ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মাদ্রাসা কমিটির সহ-সভাপতি হাজী আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আমির হোসেন, মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবি ও সিরাজুস সালেকীন।

মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা শফিকুল ইসলাম বলেন, এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের, আপনাদের সহযোগিতায় আজ এই প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত এসেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন খাদেম মাত্র, এর বেশি পরিচয় দিতে চাই না, নিতেও চাই না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এই মাদ্রাসায় ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। এখানে জামাত বিভাগ, হেফজ বিভাগ, নূরানি বিভাগ এবং নূরানি কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চলছে।

আমরা আগামী বছরের শুরুতে নূরানি কিন্ডারগার্টেনের চতুর্থ শ্রেণির কার্যক্রম শুরু করব। নতুন বিভাগ চালু করতে হলে আমাদের একটি নতুন ভবন প্রয়োজন। এজন্য আপনাদের সহযোগিতার হাত আরও প্রসারিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধী সমাবেশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাদ্রাসার পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীর রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদে ভাঙচুর ও লুটপাট, প্যানেল চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত

মেহেরপুরের গাংনীর রায়পুর ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তারের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত ভাঙচুর চালিয়ে ৩৬ বস্তা চাল লুট করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে তাৎক্ষণিক মানববন্ধন করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের অনুসারীরা।

প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম জানান, তিনি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের গুদামে চাল রেখে ভিডব্লিউডির চাল বিতরণ করছিলেন।

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাব আয়োজিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স মাঠে।

উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু শ্যামা ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান।উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিনের সভাপতিত্বে শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

নকআউট ভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে ১৬টি দল। উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় বলিয়ারপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব। খেলাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) অনুমোদিত রেফারিরা।

টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে, ১ম পুরস্কার: ৩ মন ওজনের একটি ষাঁড় গরু, ২য় পুরস্কার: ২.৫ মন ওজনের একটি ষাঁড় গরু এবং ৩য় পুরস্কার: একটি খাসি ছাগল।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর উদ্বোধনী ম্যাচে বলিয়ারপুর স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে।

ভালো মেয়ে; সমাজের তৈরি

মুখোশ নাকি নারীর পরিচয় হারানোর গল্প?

ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের শেখানো হয় “ওখানে যাবে না, ওটা সেইফ না”, “ওটা করবে না, সেইফ না”। “চুপ করে থাকো, তবেই সবাই তোমায় ভালো বলবে।” “বেশি কথা বলো না, বেশি হাসো না, বেশি মিশো না।” তুমি মেয়ে এখানে চলবে না, তুমি মেয়ে ওভাবে বলবেনা,মাথা নামিয়ে, চলো, নিচু স্বরে কথা বলো, তা না হলে লোকে খারাপ বলবে। প্রথমে মা, চাচী, দাদী বলে পরে পাড়া পড়শী মহিলারা।

যেন একটা শব্দহীন শিকল নারীর পায়ে বেড়ি দিয়েছে। যেন শব্দহীন লোহার বেড়ি নারীর গলাটাকে আটকে ধরেছে। ভালো মেয়ে হতে যেয়ে “না” শব্দের দৃশ্যহীন মালা গলায় পরে নিতে হয়েছে। এই “না” শব্দটার মাঝে অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তুলে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় তোমাকে ভালো মেয়ে হতে হবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই নারীর পায়ে ভালো মেয়ের শব্দহীন শিকল বেঁধে রেখেছে। আসলে আমরা নারীরা ছোটবেলা থেকেই নিজেদের কন্ডিশন করে ফেলি, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা সেইফ, বা কোনটা সেইফ না। কন্যা শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই কন্ডিশনিংটা ভূতের মতো বাবা-মা-পরিবারের সবার ঘাড়ের ওপরেই চেপে বসে।

সমাজে “ভালো মেয়ে” বলতেই আমরা এক ধরনের নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়া নারীর চিত্র কল্পনা করি — যে ভদ্র, শান্ত, পর্দানশীল, সংসারী, বাধ্য, পুরুষের কথা নিঃশর্তে মেনে চলে। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের শেখানো হয় — “এভাবে বসো না”, “জোরে কথা বলো না”, “রাতে বাইরে যেও না”, “ছেলেদের সঙ্গে বেশি মিশো না”, “ভালো মেয়ে এমন হয় না। ”ভালো মেয়ে সে–ই, যে চুপচাপ থাকে, প্রতিবাদ করে না, সবার কথা মেনে চলে, নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা প্রকাশ করে না। সমাজের চোখে যে মেয়ে বিনয়ী, বাধ্য, নিরব, আজ্ঞাবহ — তাকেই ভালো বলা হয়। কিন্তু এই ধারণা মেয়েদের নিজের চিন্তা, মতামত ও স্বপ্নকে চাপা দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো — এই “ভালো মেয়ে” ধারণা কি সত্যিই নারীর গুণ, নাকি সমাজের এক অদৃশ্য শিকল?

এই “ভালো মেয়ে” হওয়ার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। ফলে মেয়েরা বড় হয় এক ধরনের অন্তর্নিহিত ভয়, বাধ্যতা আর অপরাধবোধ নিয়ে। অর্থাৎ, সমাজ মেয়েদের ভদ্রতা শেখায়, কিন্তু

আত্মবিশ্বাস শেখায় না। ফলে তারা বড় হয়ে ভাবে, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করা মানেই অন্যায় করা। একজন ছেলেকে যখন বলা হয় “তুমি পারবে”, তখন একজন মেয়েকে বলা হয় “তুমি সাবধান থাকো।” ছেলেদের শেখানো হয় “সাহসী হও”, “বলো”, “লড়ো”, কিন্তু মেয়েদের বলা হয় “চুপ থাকো”, “সহ্য করো”, “ভদ্র থাকো”। ফলে একটা সময় পরে মেয়েরা বুঝে ফেলে, সমাজের ভালোবাসা পেতে হলে তাকে নিজের ব্যক্তিত্ব গোপন রাখতে হবে।

সে নিজের ভাবনা লুকিয়ে রাখে, কারণ সমাজ তার চিন্তা, রাগ, বা প্রতিবাদকে গ্রহণ করতে জানে না। এই এক কথার পার্থক্যই তৈরি করে দুই ধরনের জীবনদর্শন।

“ভালো মেয়ে” শব্দটা কখনোই মেয়েদের জন্য নয়। এটা সমাজের সুবিধার জন্য তৈরি করা একটি নিয়মের ছাঁচ। যাতে নারীকে সহজে নিয়ন্ত্রণ, বিচার ও সীমাবদ্ধ করা যায়। “ভালো মেয়ে” ধারণা সমাজের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র। এর মাধ্যমে মেয়েদের স্বাধীন চিন্তা, পছন্দ-অপছন্দ, এমনকি জীবনযাপনের ধরনও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ধারণা ধীরে ধীরে নারীদের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, এমনকি তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকেও দুর্বল করে দেয়। এটা একরকম মানসিক শৃঙ্খল — যা নারীর ভেতরের শক্তিকে চুপ করিয়ে রাখে “ভদ্রতার” নামে।

যখন কোনো মেয়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। নিজের পছন্দের পোশাক পরে, ক্যারিয়ার গড়ে, বা সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সমাজ বলে, “ও খুব বেপরোয়া!”। যে মেয়েটি নিজের মতামত প্রকাশ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সে অনেক সময় সমাজের চোখে “খারাপ মেয়ে” হয়ে যায়। যে মেয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, সে সমাজে “অভদ্র”, “বেশি কথা বলে”, “অবাধ্য” বলে চিহ্নিত হয়।

অর্থাৎ, সমাজ চায় ভদ্র মেয়ে, কিন্তু চায় না সচেতন নারী।

অর্থাৎ সমাজ চায় না নারী স্বাধীনভাবে ভাবুক বা সিদ্ধান্ত নিক, বরং সমাজ চায় সে সম্মত হোক, বাধ্য থাকুক, নিরব থাকুক। সমাজের মতো করে বাঁচতে যেয়ে, সমাজে ভালো মেয়ে হতে যেয়ে মেয়েরা আত্নবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। লোকে কিভাবে ভালো বলবে-এই মানসিকতা নারীর মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সে নিজের স্বাধীন চিন্তাকে অপরাধ মনে করতে শুরু করে। ফলে মেয়েরা দুটি জীবনে বাস করে। একটি সমাজের সামনে “ভালো মেয়ে” সেজে থাকা, আর অন্যটি নিজের মধ্যে অবদমিত, ক্লান্ত, স্বপ্নহীন এক সত্তা।

এভাবেই “ভালো মেয়ে” হওয়ার চাপ নারীর আত্মপরিচয়কে ক্ষয় করে ফেলে। অর্থাৎ, সমাজের চোখে ভালো মেয়ে সেই, যে সমাজের নিয়মে বাঁচে, নিজের নিয়মে নয়।

অন্যদিকে, কেউ কেউ বলেন — “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, সহনশীলতা, সৌজন্য, পারিবারিক মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখে। “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করে। তাদের মতে, সমাজে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কিছু নিয়ম থাকা দরকার — যেমন বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যা হয় যখন এই মূল্যবোধগুলো কেবল মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং মেয়েদের চরিত্র বিচার হয় তাদের পোশাক, সময় ব্যবস্থাপনা বা সামাজিক আচরণের ওপর; অথচ ছেলেদের জন্য এমন কোনো কঠোর মানদণ্ড নেই।

সংস্কৃতি তখন ন্যায্য থাকে না, বরং হয়ে ওঠে পক্ষপাতদুষ্ট। এইভাবে “ভালো মেয়ে” ধারণা নারীদের উপর নৈতিক পুলিশিংয়ের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে বলেন — “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি সেই সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তবে সেটা সংস্কৃতি নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলা সামাজিক শাসনের রূপ। সংস্কৃতি কখনোই একপাক্ষিক হতে পারে না। যেখানে ছেলেদের স্বাধীনতা প্রশংসিত, আর মেয়েদের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ। সেই জায়গায় সংস্কৃতি নয়, দ্বিচারিতা কাজ করছে।

অনেকে বলে, এটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ।মেয়েরা নম্র, ভদ্র, লাজুক হবে — এটাই তো আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সংস্কৃতি কাকে বলে?

সংস্কৃতি তো জীবনের সৌন্দর্য ও সমতার প্রতিফলন,যে চিন্তা নারীর কণ্ঠরোধ করে, তাকে কষ্ট দেয়, তাকে ছোট করে, তা কোনো সংস্কৃতি নয়, তা সমাজের তৈরি শিকল। যদি সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তবে সেটা সংস্কৃতি নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলা সামাজিক শাসনের রূপ।

আজকের পৃথিবীতে মেয়েরা আর সেই পুরনো মানদণ্ডে আটকে নেই। তারা জানে — ভালো মেয়ে হওয়া মানে কারো সামনে নত হওয়া নয়,বরং নিজের প্রতি সত্য থাকা। ভালো মেয়ে সে-ই, যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু নিজের সম্মান নিয়েও সচেতন।

তারা ভালোবাসে, কিন্তু ভালোবাসার নামে নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দেয় না। তারা ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, সৈনিক, উদ্যোক্তা, তারা মা-ও, কর্মীও, আর নিজের পৃথিবীর অধিনায়কও।

তারা প্রমাণ করছে — “ভালো মেয়ে”র সংজ্ঞা এখন নতুন করে লিখতে হবে। যেখানে স্বাধীনতা অপরাধ নয়, আর স্বপ্ন বিলাসিতা নয়।

মেহেরপুরে এক জনগোষ্ঠীর নীরব প্রস্থান

একসময় মেহেরপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছিল শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি আর আরতির আলো। আজ সেই দৃশ্য ক্রমে মিলিয়ে গেছে।

দেশভাগের আট দশক পেরিয়ে মেহেরপুর এখন প্রায় হিন্দুশূন্য জেলা হতে চলেছে- এমনটাই বলছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষকেরা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রতিবেদনে এমনটা দেখা যায়।

জেলা প্রশাসনের ও জেলা পরিসংখ্যান অফিসের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে মেহেরপুরে মোট ২৫৯টি গ্রাম রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৯টি গ্রাম এখন সম্পূর্ণ মুসলিম অধ্যুষিত। একটি হিন্দু পরিবারও নেই। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৭২৭ জন, যার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১.৬৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), আদমশুমারি ১৯৮১, ২০১১ ও ২০২২, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, ২০২৪ সালের গ্রাম তালিকা অনুযায়ী, জেলার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর অংশ নেমে আসে ১.০৭ শতাংশে। অর্থাৎ, সংখ্যার হিসেবে তেমন পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু অনুপাতে হ্রাসটি উদ্বেগজনক। দেশভাগের পর থেকেই সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় মেহেরপুরের বহু হিন্দু পরিবার পাড়ি জমায় পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সেই ধারা অব্যাহত থাকে।

সদর উপজেলার উজ্জলপুর গ্রামে সনাতন ধর্মের মানুষের বসবাস ছিল ৮০

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]- [illegible] ‘[illegible] [illegible]’[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান ।

প্রস্তুতি সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, জেলা বিএনপি’র সাবেক নির্বাচন কমিশনার, এ্যাড. নজরুল ইসলাম।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারন সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম বিএনপি’র নেতাকর্মী বৃন্দসহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রবাসী যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে ধাক্কায় সুজন নামের এক মালয়েশিয়া প্রবাসী ফেরত যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
আজ বুধবার রাত আটটার সময় উপজেলার আড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজন খড়মপুর গ্রামের ইমাদুল